ফল বিশ্লেষণ

পূর্ণ সিলেবাস, পূর্ণ নম্বরেও হেসেখেলে পাস

এসএসসিতে ভালো ফলের খবরে শিক্ষার্থীদের উল্লাস। রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে - মামুনুর রশিদ

সাব্বির নেওয়াজ

প্রকাশ: ১৩ মে ২০২৪ | ০১:২১ | আপডেট: ১৩ মে ২০২৪ | ১৩:৪৭

এবার মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোল ১৬ লাখ ৭২ হাজার ১৫৩ শিক্ষার্থী। তাদের সামনে এখন মহাবিদ্যালয়ের স্বপ্ন। গত কয়েক বছরের মতো এবার আর সংক্ষিপ্ত সিলেবাস বা নম্বরে নয়, পরীক্ষা হয়েছে পূর্ণ নম্বরে, সম্পূর্ণ সিলেবাসে। ২০২৪ সালের এই ব্যাচটি পুরো দুই বছর ক্লাস করতে পেরেছে, পেয়েছে প্রস্তুতির সময়। আর এ কারণে হেসেখেলে পাস করেছে তারা। বেড়েছে পাসের হার।

১১টি শিক্ষা বোর্ডের কয়েকটিতে গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞানের প্রশ্ন কঠিন হওয়ায় মানবিকের শিক্ষার্থীরা কিছুটা খারাপ করেছে। পাসের হার ও জিপিএ ৫ অর্জনে গত কয়েক বছর ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় পিছিয়ে, এবারও তাই। গতকাল রোববার ফল প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছেলেদের এই পিছিয়ে পড়ার কারণ খুঁজে দেখতে বলেছেন।

প্রকাশিত ফল অনুযায়ী, গতবারের বিপর্যয় কাটিয়ে এবার দেশসেরা হয়েছে যশোর শিক্ষা বোর্ড। গত বছর যশোর বোর্ডে পাসের হার ছিল ৮৬ দশমিক ১৭ শতাংশ, এ বছর বেড়ে তা হয়েছে ৯২ দশমিক ৩৩ শতাংশ। ২০ হাজার ৭৬১ শিক্ষার্থী এবার জিপিএ ৫ পেয়েছে। এই বোর্ডে এবার ১ লাখ ৬০ হাজার ৯২৬ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। তাদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লাখ ৪৮ হাজার ৫৭৭ জন।

অন্যদিকে, গতবারের মতোই তলানিতে রয়েছে সিলেট বোর্ড। সিলেটের চার জেলায় ফেল করেছে প্রায় ২৭ শতাংশ শিক্ষার্থী, যা জাতীয় ফলাফলকে ধাক্কা দিয়েছে। এবার সিলেটে পাস করেছে ৭৩ দশমিক ৩৫ শতাংশ শিক্ষার্থী। বেশি খারাপ করেছে মানবিকের পরীক্ষার্থীরা। তাদের পাসের হার ৬৮ দশমিক ৫০ শতাংশ। আর ব্যবসায় শিক্ষায় ৭৫ দশমিক ৯৭ শতাংশ। এই দুই শাখার পরীক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ায় এ বোর্ডে পাসের হার কম। গতবারের চেয়ে এবার প্রায় ৩ শতাংশ বেশি শিক্ষার্থী ফেল করেছে।

সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে অনুষ্ঠিত হয় ২০২২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা। পূর্ণমান ছিল ৫০ নম্বর। সময়ও ছিল কম, দুই ঘণ্টা। অল্প সিলেবাসে, অল্প নম্বরের ওই পরীক্ষায় অনেকটা অনায়াসে বেশি নম্বর তোলে পরীক্ষার্থীরা।

২০২৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা হয় পুনর্বিন্যাস করা সিলেবাসে। পূর্ণ নম্বর ছিল ১০০। পরীক্ষা হয়েছে তিন ঘণ্টা। আর এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা হয় পূর্ণ সিলেবাসে, পূর্ণ সময়ের ও পূর্ণ নম্বরের। তার পরও এবার পাসের হার বেড়েছে।

গতকাল প্রকাশিত ২০২৪ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের ফল বিপর্যয় ঘটেছে। পাসের হার ও জিপিএ ৫ প্রাপ্তিতেও তারা পিছিয়ে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি বোর্ডের একই চিত্র। সব বোর্ড মিলে মানবিকে শূন্য দশমিক ৫৭ শতাংশ শিক্ষার্থী এবার জিপিএ ৫ পেয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার সমকালকে বলেন, ‘এবার মাধ্যমিকে সামগ্রিক ফল ভালো। পাসের হার বেড়েছে। জিপিএ ৫ কিছুটা কমলেও ইংরেজি-গণিতে বেশি শিক্ষার্থী পাস করেছে।’ তিনি বলেন, ‘জিপিএ ৫ প্রাপ্তি নির্ভর করে প্রশ্নপত্রের ওপর। এবার কয়েকটি বোর্ডে কিছু বিষয়ে প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়ায় জিপিএ ৫ কমেছে। তবে ঢাকা বোর্ডে জিপিএ ৫ বেড়েছে প্রায় ৫ হাজার।’

সিলেট বোর্ডের ফল বিপর্যয় সম্পর্কে বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রমা বিজয় সরকার বলেন, ‘সিলেটে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী কম। মানবিকের শিক্ষার্থী চার গুণ। মানবিকের শিক্ষার্থীরা এই বোর্ডে এবার গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞানে ফল খারাপ করেছে। এই দুই বিষয় মিলে প্রায় ২২ শতাংশ শিক্ষার্থী ফেল করেছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘গত বছর মাধ্যমিকে আইসিটি পরীক্ষা ছিল আংশিক। এবার পূর্ণ সিলেবাসে আইসিটি পরীক্ষা হয়েছে। এতেও পাস কিছুটা কমেছে।’

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র নাথ বলেন, ‘সার্বিকভাবে গতবারের তুলনায় এবার ফল ভালো। বেড়েছে পাসের হার। তবে এবার জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থী কমেছে। এবার জিপিএ ৫ পেয়েছে ১০ হাজার ৮২৩ জন, যা গতবার ছিল ১১ হাজার ৪৫০ জন। কয়েকটি বিষয়ে এবার পরীক্ষার্থীরা ফল খারাপ করেছে। তাছাড়া ছাত্রীরা ভালো ফল করলেও খারাপ করেছে ছাত্ররা। এসবের প্রভাব পড়েছে সামগ্রিক ফলাফলে।’

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. নিজামুল করিম বলেন, ‘সার্বিক ফলাফলে কুমিল্লা ভালো করেছে। তবে ১৭ দশমিক ৪৯ শতাংশ শিক্ষার্থী ইংরেজি ও গণিতে ফল খারাপ করেছে। এর মধ্যে গণিতে ১২ দশমিক ০৪ শতাংশ ও ইংরেজিতে ৫ দশমিক ৪৫ শতাংশ ফেল করেছে।’ তিনি বলেন, ‘গ্রাম এলাকায় ইংরজি ও গণিতের দক্ষ শিক্ষকের সংকট আছে। আমরা এসব প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে শিক্ষকদের দক্ষ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব। সরকারও এ বিষয়ে কাজ করছে।’

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান স. ম. আব্দুস সামাদ আজাদ বলেন, ‘আমাদের সার্বিক ফল গতবারের চেয়ে ভালো। এটা শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব। শিক্ষক এবং অভিভাবকরাও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।’